বিশ্বাস স্বীকারোক্তি

Ecumenical Creed

Covenant Evangelical Reformed Church India
খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সর্বজনীন
বিশ্বাস স্বীকারোক্তি
Ecumenical Creed

গ্রন্থস্বত্ত্ব
রেভা. ইম্মানূয়েল সিং

অনুবাদ
রেভা. ইম্মানূয়েল সিং

প্রথম সংস্করণ
২০২১

বর্ণ সংস্থাপক
সঞ্জীব সরকার, হাসনাবাদ

প্রচ্ছদ
রেভা. ইম্মানুয়েল সিং

Creed হল সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস স্বীকারোক্তি যার দ্বারা মণ্ডলী তার বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাসকে স্বীকার করে। অন্যভাবে বলা যায় এটি ঈশ্বরের সত্য বাক্য যেটি আমরা বিশ্বাস করি। যোহন ১৪ঃ১৬-১৮, এবং ২৬ পদে আমরা দেখদে পাই যীশু বলেছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে পাঠাবেন। সত্যের আত্মা যিনি আসবেন এবং ২৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে সেই পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে ঈশ্বরের বাক্যে পরিচালনা করে। *"কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা যাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন এবং তিনি সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"* পবিত্রআত্মা মণ্ডলীকে শুধু পরিচালনা করে না; পবিত্র আত্মা যখন মণ্ডলী ও তার স্বীকারোক্তিকে জনসমক্ষে স্বীকার করে, তখন এটা বুঝতে হবে যে, এটি হচ্ছে পবিত্র আত্মার ফল যে পবিত্র আত্মা তাঁহার মণ্ডলীকে পরিচালনা করছে।

Creed কথার অর্থ হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ Credo ***"আমি বিশ্বাস করি"***। মণ্ডলী সর্বদা প্রভু যীশুর সাথে সংযুক্ত হয়ে বলে ''আমি বিশ্বাস করি", যেমনটি আমরা দেখতে পাই সাধু পৌল বলেছেন, *"কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, তবে তুমি পরিত্রাণ পাইবে''* (রোমীয় ১০ঃ৯)। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৌল বিশ্বাসে স্বীকারোক্তির সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন কেন আমি বিশ্বাস করব প্রভু যীশুকে?।

এদোন উদ্যান থেকে শুরু করে আদি মণ্ডলীতে আমরা দেখতে পাই যে, শয়তান কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অতীতে আক্রমণ করেছে এবং বর্তমানেও করে চলেছে, বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষা মণ্ডলীকেও গ্রাস করছে, মণ্ডলীতে বিভাজন সৃষ্টি করছে, আর যখনই এই সব ঘটনা ঘটেছে মণ্ডলী কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের পরাক্রমে, ভ্রান্ত শিক্ষাগুলিকে প্রতিরোধ করেছে। সুতরাং, Creed ঈশ্বরের বাক্যের ঊর্ধ্বে নয় কিন্তু এটা ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মণ্ডলীর প্রেরিতরা, চার্চ ফাদাররা, এবং রিফর্মাররা তাদের স্বীকারোক্তিকে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে মণ্ডলীকে তার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং ভ্রান্ত শিক্ষাগুলোকে নাস্যাৎ করেছে। Creed আজকে আমাদের কাছে একটি প্রাচীরস্বরূপ যা মণ্ডলীকে প্রত্যেকটি ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে এবং রক্ষা করে। আমরা অনেক মণ্ডলীকে দেখতে পাই তাদের কোনো Creed বা স্বীকারোক্তি কিছুই নেই, কেউ হয়তো পড়ে কিন্তু কেউ সেইভাবে ব্যবহার করে না। অনেকেই মনে করে যে বিশ্বাসস্বীকারোক্তি হলো একপ্রকার মন্ত্র। যেমন পরজাতীয়রা মন্ত্র উচ্চারণ করে, এই বলে তারা উপহাস করে ও তুচ্ছ করে এবং তারা মনে করে No Creed only Bible. এই রকম একটা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আসুন আমরা আমাদের মণ্ডলীতে Creed এই বিশ্বাস স্বীকারোক্তিটি ব্যবহার করি। পুরাতন সর্প এখনও মারা যায়নি এখনও সে জীবিত। যেমন করে সে হবাকে অবিশ্বাসে যেতে বাধ্য করেছিল, তেমনি আজকে মণ্ডলী হচ্ছে সেই হবা যার কাছে আজও সর্পের প্রলোভন আরও প্রবণ। তাই মণ্ডলীকে সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে, যাতে সেও ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরে অবিশ্বাসী হয়ে না পড়ে।

এই জন্য বর্তমানে আমাদের মণ্ডলীগুলিতে Creed গুলোকে পড়া, অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে। অনেকে স্লোগান দিয়ে বলে No Creed but Christ. এতে বোঝাই যায় পরোক্ষভাবে সে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে। আজ মণ্ডলীতে Creed -এর ব্যবহার নেই বলেই মণ্ডলী তার দিক নির্ণয় করতে পারে না সে কোন পথে চলবে। ফলে অনেক ভ্রান্ত বাইবেল শিক্ষক ও ভ্রান্ত যাজকের আগমনে মণ্ডলী ভুল শিক্ষায় পরিচালিত হয়ে চলেছে। তাই Creed

প্রেরিতদের বিশ্বাস স্বীকারোক্তি; এটি প্রেরিতদের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়নি, বরং প্রেরিত শিষ্যদের মাধ্যমে শাস্ত্রের যে মৌলিক সত্যগুলি আমরা লাভ করেছি, এখানে তার সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। সরলতম আকৃতির এই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিটি সম্ভবত দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল, এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণেচ্ছুদের প্রাথমিক নির্দেশনা ও শিক্ষাদানের জন্য সংযুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে আমরা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিটি যে-আকারে পেয়েছি, তা সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগের আগের রচনা হতে পারে না। এটাই সর্বাধিক পরিচিত বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি, এবং এই স্বীকারোক্তি সহজ, সংক্ষিপ্ত, অথচ আমাদের কাছে ''বিশ্বজনীন, সন্দেহাতীত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি দান করেছে।

প্রেরিতবর্গের বিশ্বাসসূত্র

(Apostle's Creed)

(i) আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,
যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা।
(ii) এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট,
(iii) যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন,
কুমারী মরিয়ম হইতে জন্ম নিলেন,
(iv) পন্তিয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন,
ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন,
নরকে নামিলেন,
(v) তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন,
(vi) স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান পিতা
ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন,
(vii) তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।
(viii) আমি পবিত্র আত্মায়,
(ix) পবিত্র নিখিলবিশ্ব মণ্ডলীতে,
সাধুদের সহভাগিতায়,
(x) পাপমোচনে,
(xi) শরীরের পুনরুত্থানে ও
(xii) অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন্

আমাদের বিশ্বাস স্বীকারোক্তির নয় নম্বর ধারা অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এখানে ত্রিত্ব সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় সত্যকে পরিস্ফুট এবং সেই সত্য সম্পর্কে বহু ভ্রান্তি দূর করা হয়েছে। প্রাথমিক আকারে বিশ্বাস স্বীকারোক্তিটি নাইসিন কাউন্সিল গ্রহণ করেছিল (৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং ত্রিত্ব মতবাদ বিরোধী মতবাদের বিরোধিতা করেছিল। ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপল পরিষদ্-এ সংশোধন করেছিল, যা পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিকে বিশদ আকার দিয়েছেন। লাতিন, বা পশ্চিমী, মণ্ডলী পবিত্র আত্মার সঙ্গে ''এবং পুত্র''—এই শব্দগুলি সংযুক্ত করে। টলেডো পরিষদের (৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) সময় থেকে এই পরিবর্তন বজায় আছে।

নাইসীন বিশ্বাস স্বীকারোক্তি
(Nicene Creed)

আমি এক এবং অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।

এবং এক প্রভু যীশু খ্রীষ্টে, যিনি ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র, সর্বযুগের পূর্বে পিতা হইতে জনিত, ঈশ্বর জাত ঈশ্বর, আলোক জাত আলোক, সত্য ঈশ্বর জাত সত্য ঈশ্বর, যিনি জনিত সৃষ্ট নহেন, যাহার ও পিতার সত্ত্ব অভিন্ন, যাঁহা দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টঞ্জ মানবের জন্য, আমাদেরই পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, ও পবিত্র আত্মা দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে দেহধারণ করিলেন ও মানব হইলেন; আমাদেরই জন্য পন্তীয় পীলাতের শাসনকালে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, দুঃখভোগ করিলেন ও সমাধি-নিহিত হইলেন, এবং শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করিলেন, পরে স্বর্গে আরোহণ করিলেন; তিনি পিতার দক্ষিণে বসিয়া আছেন। এবং জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে স্বগৌরবে পুনরায় আসিবেনঞ্জ তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

আমি প্রভু ও জীবনদাতা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি পিতা ও পুত্র হইতে নির্য্যায়ী, যিনি পিতা ও পুত্রের সহিত সমভাবে আরাধ্য ও গৌরবান্বিত, যিনি ভাববাদীগণ দ্বারা কথা কহিলেন।

এবং আমি এক, পবিত্র, ক্যাথলিক, ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে ও পাপমোচনার্থে এক বাপ্তিস্মে আমি বিশ্বাস ও স্বীকার করি। এবং আমি মৃতদের পুনরুত্থান এবং আসন্ন জগতের অনন্ত জীবনের আশায় আছি। আমেন্

অ্যাথানাস্টিয়ান বিশ্বাস স্বীকারোক্তির ভূমিকা
(Introduction to the Athanasian Creed)

সূচনা শব্দের পরে। সম্ভবত মণ্ডলীর উপাসনায় কবিতা বা আবৃত্তির মতো প্রকাশ্যে আরাধনার ছন্দে-সুরে উচ্চারনের জন্য স্বীকারোক্তিটি ছন্দোবদ্ধ আকারে রচিত হয়েছিল। নাইসীন স্বীকারোক্তি বা চ্যালসিডন স্বীকারোক্তির তুলনায় এটিতে ত্রিত্বের সত্যতা এবং খ্রীষ্টের ব্যক্তিসত্তা ও প্রকৃতি পূর্ণমাত্রায় বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তি দুটির সরলতা ও অভিব্যক্তির সুস্পষ্টতার অভাব লক্ষ করা যায়। ৩-২৮ পদে ত্রিত্বের মতবাদ এবং ২৯-৪৩ পদে খ্রীষ্টের দেহায়ন এবং ঈশ্বর পুত্রের ব্যক্তি-সত্তায় খ্রীষ্টের দুটি প্রকৃতির মিলন ঘটেছে।

অ্যাথানাস্টিয়ান বিশ্বাস স্বীকারোক্তি
(Athanasian Creed)

১ যে কেহ পরিত্রাণ চাহেঙ্ক সর্বাগ্রে তাহার ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়রূপে ধারণ করা আবশ্যক।

২ যে কেহ সমগ্র ও বিশুদ্ধরূপে এই ধর্মবিশ্বাস রক্ষা না করেঙ্ক সে নিশ্চয়ই চিরতরে বিনষ্ট হইবে।

৩ আর ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস হলো এই যেঙ্ক এক ঈশ্বরকে ত্রিত্বে ও ত্রিত্বকে একত্বে,

৪ ব্যক্তি মিশ্রণ ও সত্ত্বের ভেদ না করিয়াঙ্ক আমরা আরাধনা করি।

৫ কারণ পিতা এক ব্যক্তি, পুত্র অন্য ব্যক্তিঙ্ক এবং পবিত্র আত্মা আরও এক ব্যক্তি;

৬ কিন্তু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব একইঙ্ক গৌরব তুল্য ও মহিমা সমন্বিত।

৭ পিতা যেমন, পুত্রও তেমনঙ্ক পবিত্র আত্মাও তেমনই;

৮ পিতা স্বয়ংম্ভূ, পুত্র স্বয়ংম্ভূঙ্ক পবিত্র আত্মাও স্বয়ংম্ভূ;

৯ পিতা অসীম, পুত্র অসীমঙ্ক পবিত্র আত্মাও অসীম।

১০ পিতা অনন্ত, পুত্র অনন্তঙ্ক পবিত্র আত্মাও অনন্ত;

১১ তথাপি তাঁহারা পৃথকভাবে তিন জন অনন্ত সত্ত্বা নহেনঙ্ক কিন্তু একমাত্র অনন্ত সত্ত্বা;

১২ সেইরূপ তিন অসীম বা তিন স্বয়ংম্ভূ নয়ঙ্ক কিন্তু একমাত্র স্বয়ংম্ভূ ও একমাত্র অসীম আছেন।

১৩ সেইরূপ পিতা সর্বশক্তিমান, পুত্র সর্বশক্তিমানঙ্ক পবিত্র আত্মাও সর্বশক্তিমান।

১৪ তথাপি তাঁহারা তিন জন ভিন্ন সর্বশক্তিমান নহেনঙ্ক কিন্তু একমাত্র সর্বশক্তিমান।

১৫ সেইরূপ পিতাই হলেন ঈশ্বর, পুত্রও হলেন ঈশ্বরঙ্ক এবং পবিত্র আত্মাও হলেন ঈশ্বর।

১৬ তথাপি তাঁহারা তিন ঈশ্বর নহেনঙ্ক কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর।

১৭ সেইরূপ পিতাই হলেন প্রভু, পুত্রও হলেন প্রভুঙ্ক এবং পবিত্র আত্মাও হলেন প্রভু।

১৮ তথাপি তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রভু নহেনঙ্ক কিন্তু একমাত্র প্রভু।

১৯ কারণ যেমন খ্রীষ্টীয় সত্য অনুসারেঙ্ক ত্রিত্ব ঈশ্বরে প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর ও প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য;

২০ সেইরূপ ক্যাথলিক ধর্ম অনুসারে এরূপ বলা নিষিদ্ধঙ্ক যে তিন জন ঈশ্বর বা তিন জন প্রভু আছেন।

২৫ আর ত্রিত্বে কেহ কাহারও পূর্ব বা পরবর্তী নহেনঞ্জ কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা ন্যূন নহেন;

২৬ কিন্তু তিন জন ব্যক্তিই পরস্পর সমঅনন্তঞ্জ ও সমতুল্য।

২৭ অতএব পূর্ব কথামত সর্ববিষয়েঞ্জ একত্বকে ত্রিত্বে ও ত্রিত্বকে একত্বে আরাধনা করিতে হইবে।

২৮ সুতরাং যে পরিত্রাণ চাহেঞ্জ ত্রিত্ব সম্বন্ধে সে এইরূপ ধারণা করুক।

২৯ অধিকন্তু অনন্ত পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহায়ণে সত্যরূপে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

৩০ আর সত্য ধর্মবিশ্বাস এই যে, আমরা বিশ্বাস ও স্বীকার করি যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর ও মনুষ্যপুত্র।

৩১ পিতার সত্ত্বা হইতে তিনি ঈশ্বর, সর্বযুগের পূর্বে একজাত; আর তাঁহার মাতার সত্ত্বা হইতে মনুষ্যপুত্র, জগতে জাত।

৩২ নিখুঁত ঈশ্বর নিখুঁত মনুষ্যপুত্র, আত্মায় এবং মানবদেহে তিনি ও জীবনযাপন করেছেন;

৩৩ ঈশ্বরত্বে পিতার তুল্যঞ্জ মানবত্বে পিতা অপেক্ষা ন্যূন।

৩৪ যদিও তিনি ঈশ্বর ও মনুষ্যপুত্রঞ্জ তথাপি খ্রীষ্ট এক, দুই নহেন।

৩৫ তিনি এক, –ঈশ্বরত্ব মানব শরীরে পরিণত হইল বলিয়া নহে, কিন্তু ঈশ্বরে মানবত্ব গৃহীত হইল বলিয়া।

৩৬ তিনি নিতান্তই এক সত্ত্বের মিশ্রণ হেতু নহে, কিন্তু ব্যক্তির একত্ব হেতু।

৩৭ কারণ যেরূপ আত্মায় ও শরীরে একই মানুষ্যপুত্রঞ্জ সেইরূপ ঈশ্বর ও মনুষ্যপুত্রে এক খ্রীষ্ট;

৩৮ যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য দুঃখভোগ করিলেনঞ্জ নরকে নামিলেন, মৃতদের মধ্য হইতে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন;

৩৯ তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন, ও সর্বোশক্তিমান পিতার দক্ষিণে বসিয়া আছেনঞ্জ

৪০ তিনি তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।

৪১ তাঁহার আগমনে সকল মনুষ্যই সশরীরে পুনরায় উত্থাপিত হইবে।

৪২ আর স্ব স্ব কর্মের নিকাশ দিবে।

৪৩ যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা অনন্ত জীবনেঞ্জ যাহারা অসৎকর্ম করিয়াছে তাহারা অনন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

৪৪ ইহাই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসঞ্জ ইহা সত্য ও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস না করিলে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

চ্যালসেডন বিশ্বাস স্বীকারোক্তির ভূমিকা
(Introduction to the Creed of Chalcedon)

৪৫১ খ্রীষ্টাব্দের চ্যালসেডন বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমাদের ঐক্যের তিনটি ধরনের কোনোটিতেই উল্লিখিত হয়নি,

মতবাদের ভ্রান্তি (যিনি খ্রীষ্টের মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করবেন) এবং কনস্টান্টিনোপল-এর ইউটীচেস-এর মতবাদের ভ্রান্তি (যা, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঐশ্বরিক এবং মানব প্রকৃতি -এই দ্বৈতসত্তাকে এবং তার বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করে) অস্বীকার করে। খ্রীষ্টের ব্যক্তিসত্তা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ক্যালসিডনে যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বজনীন মণ্ডলীর বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিরূপে গণ্য হয়ে আসছে।

চ্যালসেডনের বিশ্বাস স্বীকারোক্তি
(Creed of Chalcedon)

আমরা পবিত্র জনকদের অনুসরণ করে, সর্বসম্মতিক্রমে মানুষকে এক এবং একই পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরত্বে এবং মানবত্বে একই নিখুঁত সত্তায়; বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণ ও দেহের প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব, ঈশ্বরত্ব অনুসারে, পিতার সঙ্গে সমপ্রয়োজনীয়, এবং মানবত্ব অনুসারে, আমাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; সর্ববিষয়ে তিনি আমাদের সদৃশ, পাপরহিত; ঈশ্বরত্ব অনুসারে, পিতার সর্বযুগের পূর্বে তিনি জাত এবং এই পরবর্তী দিনগুলিতে, আমাদের এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য, মানবত্ব অনুসারে, তিনি ঈশ্বরের মাতা কুমারী মরিয়মের গর্ভজাত; এক এবং একই খ্রীষ্ট, পুত্র, প্রভু, একজাত, দুই প্রকৃতিতে স্বীকৃত, বিভ্রান্তিহীন, অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য, অ-বিচ্ছিন্ন; ঐক্যের দ্বারা তাঁহার, প্রকৃতিগুলিকে কোনোভাবেই পৃথক করা যায় না, বরং প্রত্যেক প্রকৃতির উপাদান সংরক্ষিত, একই ব্যক্তিতে মিলিত এবং একই অস্তিত্ব, দুটি ব্যক্তিসত্তায় বিভাজিত বা বিভক্ত নয়, কিন্তু এক এবং একই পুত্র, এবং একজাত, বাক্যরূপী ঈশ্বর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট; তাঁহার সম্পর্কে ভাববাদীরা যেভাবে সূচনা থেকে ঘোষণা করেছেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং যেভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, এবং পবিত্র জনকদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিটি আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।